দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ

সরকারী তত্ত্বাবধানে ২০ স্কুল ও ২৫০ স্কুলের শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো হবে

রিয়াজ চৌধুরী : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষায় অনগ্রসর ২০টি ইউনিয়নে সরকারী তত্ত্বাবধানে ২০টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া যেসব ইউনিয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী বেশী সে তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম এরকম ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) আওতায় এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। গত ৩ জুন ও ১০ জুন শিক্ষা পৃঃ ১১ ১ঃ ক ৩

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত পৃথক দুটি পরিপত্র জারি করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক গতকাল (বুধবার) ইনকিলাবকে বলেন, দেশের যেসব ইউনিয়নে প্রয়োজন অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই (আন্ডার সার্ভড ইউনিয়ন), সেসব জায়গায় এসব বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। অন্যদিকে, যেসব ইউনিয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী বেশী সে তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম এরকম ২৫০টি বিদ্যালয় (ওভার ক্রাউডেড) চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব বিদ্যালয়কে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

তিনি জানান, ইতোমধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ের জন্য জমি ঠিক করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে সেগুলো বিদ্যালয়ের নামে লিখে দেয়া হবে। ওই জমিতে ভবন তৈরীর কাজ শুরু হবে আগামী শুকনো মৌসুমে। প্রকল্পের অধীনে সরকার স্কুল ভবন তৈরী করে দেবে। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জায়গা দিচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী। বিদ্যালয়গুলোর নাম হবে গ্রামের নাম অনুসারে। এসব বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি থাকবেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তা না হলে দলাদলির বিষয়টি চলে আসবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে ২০১৩ সালের মধ্যে সারা দেশে মোট ৫৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ওভার ক্রাউডেড ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কথা স্বীকার করে প্রকল্প পরিচালক বলেন, যেসব ইউনিয়নের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী বেশী সে তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম এরকম ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আগামী শুকনো মৌসুমে ওভার ক্রাউডেড ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

গত ৩ জুনের পরিপত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২০টি 'আন্ডার সার্ভড' ইউনিয়নের ২০টি গ্রামও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। ২০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত ইউনিয়ন ও গ্রামগুলো হলো- পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার পুরান ভারেঙ্গা ইউনিয়নের হরিণাথপুর গ্রাম, ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলার সোনাডলা ইউনিয়নের চর জহিরউদ্দিন, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার মাইঝচর ইউনিয়নের বাহেরবালী গ্রাম, মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের চক পালপাড়া গ্রাম, মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কলমা ইউনিয়নের পশ্চিম বনকাইশ, নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চর আড়ালিয়া ইউনিয়নের পূর্ব বাঘাইকান্দি, সদর উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের বদরপুর, ঢাকার কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি, মানিকগঞ্জের শিবালয়ের তেওতা ইউনিয়নের চরমধ্যনগর, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরি ইউনিয়নের দক্ষিণকূল, ঝিনাইদহের করিমপুর ইউনিয়নের মাটিয়াপুর গ্রাম, ছাতক সদর ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রাম, লক্ষ্মীপুর উপজেলার রামগতি উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের চরবসু, চরগাজী ইউনিয়নের চর আফজাল, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার জুলধা ইউনিয়নের জুলধা, কক্সবাজারের রামুর খুনিয়া পালং ইউনিয়নের পশ্চিম গোয়ালিয়া পালং, টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের মারিশ বুনিয়া, বান্দরবন সদরের গোয়ালিয়া খোলা, নাইক্ষ্যংছড়ি সদরের চাকঢালা এবং কুমিল্লা জেলার উদকান্দি ইউনিয়নের ভাজরা গ্রাম।